মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ১২৬৯

পর্ব-৪: সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ৩৫. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - বিতরের সালাত

আরবী

وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِ (سَبِّحِ اسْمِ رَبك الْأَعْلَى)
وَفِي الثَّانِيَةِ بِ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)
وَفِى الثَّالِثَةِ بِ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أحد)
والمعوذتين وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد

বাংলা

১২৬৯-[১৬] ’আবদুল ’আযীয ইবনু জুরায়জ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ’আয়িশাহ্ (রাঃ)-কে প্রশ্ন করেছিলাম, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের সালাতে কোন্ কোন্ সূরাহ্ পড়তেন? ’আয়িশাহ্ (রাঃ) বললেন, তিনি প্রথম রাক্’আতে ’সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ’লা-’, দ্বিতীয় রাক্’আতে ’কুল ইয়া- আইয়্যুহাল কা-ফিরূন’ এবং তৃতীয় রাক্’আতে ’কুল হুওয়াল্ল-হু আহাদ’, ’কুল আ’ঊযু বিরব্বিল ফালাক্ব’ ও ’কুল আ’ঊযু বিরব্বিন্ না-স’ পড়তেন। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : আবূ দাঊদ ১৪২৪, আত্ তিরমিযী ৪৬৩, ইবনু মাজাহ্ ১১৭৩, আহমাদ ২৫৯০৬।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাক্‘আতের ১ম রাক্‘আতে সূরাহ্ আল ফাতিহার পর সূরাহ্ আল ‘আলা- পড়তেন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিন রাক্‘আত বিতর আদায় করতে হবে এক সালামে। আল্লামা যায়লা‘ঈ (রহঃ) বলেন যে, এ হাদীস প্রমাণ করে যে, নিশ্চয় তৃতীয় রাক্‘আত পূর্ব দু’ রাক্‘আতের সাথে সংযুক্ত,

আলাদা কোন সালাত (বিতরের দু’ রাক্‘আতের পর বৈঠকের মাধ্যমে) নয়। যদি আলাদাই হতো তবে তিনি অবশ্যই বলতেন (وفي ركعة الوتر أو الركعة المفردة.....) বিতর সালাতের রাক্‘আতে কিংবা আলাদা রাক্‘আত কিংবা আরো অনুরূপ কথা বলতেন- (আন্ নাসবুর রায়াহ্- ২য় খন্ড, পৃঃ ৩০৫) এবং আলোচ্য হাদীসে এও দলীল রয়েছে যে, বিতরের তৃতীয় রাক্‘আতে তিনটি সূরাহ্ যথাক্রমে সূরাহ্ ইখলাস, আন্ নাস ও আল ফালাক্ব একসঙ্গে পড়াটা শারী‘আত সম্মত বা সুন্নাত। তবে অধিকাংশ বিদ্বানগণ শুধু সূরাহ্ আল ইখলাস পড়া পছন্দনীয় মনে করেন।

কেননা ‘আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর হাদীসে এ ব্যাপারে আলোচনা রয়েছে এবং উবাই ইবনু কা‘ব এবং ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসে সূরাহ্ আন্ নাস ও ফালাক্ব-এর কথা উল্লেখ নেই, যা অধিক সহীহ। ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, আহমাদ এবং ইবনুল মু‘ঈন সূরাহ্ আল ফালাক্ব ও সূরাহ্ আন্ নাস বৃদ্ধি করা অপছন্দ করতেন।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=55829

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন